# বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলররা তৃণমূলের গৃহ ভৃত্যের কাজ করেন: সায়ন্তন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কেন্দ্রের শিক্ষানীতির বিরোধিতা প্রসঙ্গে, এবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলরদের তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্য বিজেপি-র সাধারণ পাদক সায়ন্তন বসু।

শনিবার হুগলির শেওড়াফুলি বাজার পুনর্বহালের দাবিতে শেওড়াফুলি ফাঁড়িতে বিজেপির ডেপুটেশন কর্মসূচিতে এসে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলরদের কটাক্ষ করেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির সমালোচনা যাঁরা করছেন তাঁরা কারা? রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলররা তৃণমূলের গৃহ ভৃত্যের কাজ করেন। তাঁদের কাজ তৃণমূল নেতাদের জামা কাপড় ধুয়ে দেওয়া। সেজন্য তাঁরা ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছেন। এরা কোনওদিন গঠনমূলক

শিক্ষানীতিকে স্বাগত জানাবে না।' বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে এসে এদিন তাঁরা পুলিশি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। এদিন বিজেপি-র শেওড়াফুলি মণ্ডলের নেতৃত্বে শেওরাফুলি ফাঁড়িতে ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল। বিজেপির অভিযোগ, পুলিশ জোর করে বাধা দেওয়ায়, তা সম্পূর্ণ হয়নি। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য এদিন বিজেপি কর্মীরা ও বাজারের সাধারণ ব্যবসায়ীরা শেওড়াফুলি ইন্দিরা পার্কে জমা হয়। অভিযোগ, পুলিশ এই জমায়েতের ওপর চড়াও হয়ে, চাপদানি বিধানসভার সহ সংযোজক পরাগতরু মিত্র, শেওড়াফুলি মণ্ডল সভাপতি স্নেহাংশু মহান্ত, দিলীপ মিত্র, তারাপদ দাস, সঞ্জীব ঢেঁকি-সহ প্রায় ১৭ জন বিজেপি কর্মীকে আটক করে। এরপরই রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শেওড়াফুলি এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে শেওড়াফুলি ফাঁড়ি ঘেরাও কর্মসূচি করে বিজেপি নেতৃত্ব। বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু ও শ্রীরামপুর বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামল বসু। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা শ্যামল বসু বলেন, 'আটক বিজেপি কর্মীদের অবিলম্বে ছাড়তে হবে। তা না-হলে আমরা লাগাতার ধরনায় বসব।' অন্য দিকে, জেইই ও নিট পরীক্ষা নিয়ে বিজেপির নেতা সায়ন্তন বসু বলেন, 'জেইই ও নিট পরীক্ষা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, যে পরীক্ষা নেওয়া উচিত। বিজেপি মনে করে এটা ক্লোজ চ্যাপ্টার। রাজ্য সরকারের উচিত এই পরীক্ষা যাতে ভালোভাবে হয় তার ব্যবস্থা করা। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে করোনা না হয়, তার জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। কারণ, এই পরীক্ষা রাজ্যেই হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা তো করোনা ছড়িয়েছে জায়গায় জায়গায়। তাঁদের মন্ত্রীদের করোনা হয়েছে, তাঁদের একজন এমএলএ দুর্ভাগ্যজনকভাবে মারাও গিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ, বিজেপি কর্মসূচি করলেই বাধা দেওয়া হচ্ছে। এটা কি ধরনের আচরণ? আসলে পশ্চিমবঙ্গে কোনও গণতন্ত্র নেই।'

# তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আবার উত্তপ্ত দেগঙ্গা, দেদার বোমাবাজি

## তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে হামলা ও লুঠপাট

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত:** আবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গা হাদিপুর ঝিকরা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাদিপুর গড় এলাকায়। ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ।

অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে হামলা, বোমাবাজি, লুঠপাট, ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য কামালউদ্দিন মণ্ডলের বাড়িতে এই হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির তৃণমূলেরই স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি হাকিম মণ্ডল ও তার অনুগামীদের দিকে। আক্রান্ত কামালউদ্দিনের সরাসরি অভিযোগ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও জমি বিবাদের জেরে স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি হাকিম মণ্ডল ও তার অনুগামী এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। পাল্টা অঞ্চল সভাপতি হাকিম মণ্ডল এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ' এই ঘটনার সঙ্গে দলীয় সম্পর্ক নেই। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কামালউদ্দিন মণ্ডল ও মণিরুলদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। কামালউদ্দিন, মনিরুলদের নিজস্ব ব্যক্তিগত জমি জবরদখল করে। এরপর জমির ওপর নির্মাণকাজ করছিল। তাই তাদের নিজেদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ হয়েছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয় নেই।'

আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্যের পরিবারের দাবি, রাত ৩টে নাগাদ আচমকা একদল দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দু'টি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। দফায় দফায় বোমাবাজি করতে থাকে তারা। বোমার আওয়াজে গোটা এলাকা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। স্থানীয়দের দাবি, কয়েক ঘণ্টা ধরে সেই তাণ্ডব চলে। খবর পেয়ে ভোররাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দেগঙ্গা থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে তারা। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। পুলিশ দু'পক্ষের চারজনকে আটক করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকা দখলকে ঘিরে এই ধরনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিচ্ছে দেগঙ্গায়। তা সামাল দিতে হিমসিম খেতে হচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক বিবাদের দোহাই দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে হচ্ছে শাসক দলের নেতাদের।

# বিএসএফ জওয়ানের গুলিবিদ্ধ দেহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ:** এক বিএসএফ জওয়ানের রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর দিনাজপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কেসিগছ গ্রামে। এলাকার একটি চা বাগানের ভিতরে ওই জওয়ানের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে,

## রায়গঞ্জ

ওই জওয়ানের নাম কেদারনাথ হাঁসদার (৪৫)। তিনি ৯৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের কর্মরত ছিলেন। পুলিশ ও বিএসএফের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, নিজের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ওই বিএসএফ জওয়ান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ। চোপড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ ম[illegible] পাঠানোর পাশাপাশি ঘটনা[illegible] শুরু [illegible]

# গাড়ির ধাক্কায় মৃত খালাসি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** পণ্যবাহী লরির পিছনে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা বলেরোর ধাক্কায় মৃত্যু হল খালাসির। গুরুতর জখম হয়েছেন বোলেরো গাড়ির চালকও। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের তৃতীয় মহানন্দা সেতু সংলগ্ন বাইপাস রোডে। এই দুর্ঘটনার পর ওই এলাকার বাইপাস রোড বেশ কিছুক্ষণ যানজটে অবরুদ্ধ হয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। মৃত ও আহতকে উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। ওই খালাসির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানা। ওই পণ্যবাহী লরি এবং বলেরো গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত খালাসির নাম অসিত দাস (৪২)। তার বাড়ি মালদা শহরের কৃষ্ণ কালিতলা এলাকায়। জখম ওই গাড়ি চালকের নাম শম্ভু মণ্ডল (৪০)। তার চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই দুর্ঘটনার ফলে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে বলেরো গাড়িটি। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা চালক ও খালাসিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। কিছুক্ষণ পর মৃত্যু হয় খালাসির।

# ডাইনি অপবাদে হেনস্তা রুখতে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ বিজ্ঞান মঞ্চ

**নিজস্ব প্রতিবেদন পুরুলিয়া:** এই কয়েকদিনের মধ্যেই এরাজ্যে বিশেষকরে পুরুলিয়া জেলায় একাধিক ডাইনি অপবাদে হেনস্তা-মারধরের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু নির্যাতিত পরিবারের অভিযোগ, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার কারণে ডাইনি অপবাদে মহিলারা ও তাঁদের পরিবারকে আতঙ্কে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের দাবি, পুলিশ প্রশাসন যদি সময়মতো এই ঘটনা রোধ করতে তৎপর হয়, সেক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। এবার এই ধরনের কুসংস্কারের ঘটনা রোধ করতে উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সংগঠনের পুরুলিয়া শাখার জেলা সম্পাদক মধুসূদন মহাত বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া জেলার পুলিশ সুপারকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, কয়েকদিন আগেই পুরুলিয়ার চ্যাকা ও পাথরডি গ্রামের দু'জন মহিলার ওপর ডাইনি সন্দেহে অত্যাচার করা হয়েছে। অথচ থানাগুলো অভিযোগ নিতে টালবাহানা করছে। সেক্ষেত্রে যদি পুলিশ সুপার থানাগুলোকে এই অভিযোগগুলো গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন, সেক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা কমবে। এদিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে পুলিশ সুপারও ঘটনাগুলো গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

চলতি সপ্তাহের বুধবার পুরুলিয়ার পাথরডি গ্রামের বাসিন্দা গৌতম মহাতর মা-স্ত্রীকে ডাইনি অপবাদে অকথ্য গালিগালাজ করে গ্রামের মাতব্বররা। এর পর থেকে ভয়ে তাঁরা বাড়ি থেকে বের হতে পাচ্ছেন না-বলে অভিযোগ। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গৌতমবাবু। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েই শুক্রবার জেলার এসপির দ্বারস্থ হয় ওই জেলার বিজ্ঞান যুক্তিবাদী সমিতি।

# বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বনদপ্তরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম:** করোনা আবহের মধ্যেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করল বনদপ্তর। শনিবার বীরভূম বনদপ্তরের উদ্যোগে জয়দেব কেন্দুলির রামপুর শ্যামসখা আশ্রম সংলগ্ন বনদপ্তরের জমি 'জয়দেব প্রকৃতি উদ্যানে' এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন শাল, সেগুন, শিশু ও আমলকীর চারা গাছ রোপণ করা হয়। প্রায় ৬ হাজার গাছের চারা এদিনে রোপণ করা হয়েছে। এই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বীরভূম জেলার বনদপ্তরের সর্বোচ্চ আধিকারিক, বোলপুরের রেঞ্জ অফিসার, ইলমবাজার বিট অফিসার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দুলি জয়দেবের বাউল সম্প্রদায়, এলাকার বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তাছাড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন জয়দেবের শ্যামসখা আখড়া ও জয়দেব প্রকৃতি উদ্যানের কর্মীরা।

# ছত্রধরকে টানা দু'দিন ধরে জেরা এনআইএ-র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** লালগড় আন্দোলনের রাষ্ট্রদ্রোহিতার দু'টি মামলায় ছত্রধর মাহাতোকে টানা দু'দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। জনসাধারণের কমিটির এই প্রাক্তন নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনআইএ। আন্দোলনের সময় লালগড়ে প্রবীর মাহাতো নামে এক সিপিএম নেতা খুন হন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বাঁশতলা স্টেশনে মাওবাদীরা রাজধানী এক্সপ্রেস আটকে দু'জন চালককে অপহরণ করে বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই দু'টি মামলায় নাম জড়ায় তৃণমূলের বর্তমান রাজ্য সম্পাদক ছত্রধর মাহাতোর। সেকারণে শুক্র ও শনিবার শালবনির ২০৭ নম্বর কোবরা বাহিনীর ক্যাম্প ডেকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে টানা ৫ ঘণ্টা তাকে জেরা করেন এনআইএ-র কলকাতা শাখার ডিএসপি কাঞ্চন মিত্র ও ওই শাখার এসপি পদমর্যাদার আরেক আধিকারিক। এদিন লালগড়ের ধরমপুরে সিপিএম কর্মীকে খুনের মামলায় জেরা করার পর, শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দু'ঘণ্টা ধরে শালবনির ওই ক্যাম্পে মাওবাদীদের রাজধানী এক্সপ্রেস আটকানোর মামলায়, ছত্রধরকে জেরা করা হয়। তদন্তকারী আধিকারিকদের জেরার পর বাইরে বেরিয়ে ছত্রধর বাবু জানান, রাজধানী এক্সপ্রেস আটকানোর সময় তিনি জেলে ছিলেন। ফলে, ওই ঘটনা সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই। রাজনৈতিক চক্রান্ত করে কেন্দ্র তাকে এইভাবে হয়রান করতে চাইছে। তবে তদন্তের ক্ষেত্রে তিনি সবরকম সহযোগিতা করবেন। আইন আইনের পথে চলবে। ১১ বছর আগের এই দু'টি মামলার পুনরায় তদন্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ছত্রধরবাবুর আইনজীবী কৌশিক সিনহা। তিনি বলেন, 'প্রায় ৩০টি মামলায় ছত্রধরকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে আদালত। এতদিন পর মামলা দু'টির পুনরায় তদন্তের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে ছত্রধর একটি মামলা করেছেন। তবে তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ১১ বছর আগের এই দু'টি মামলা পুনরায় তদন্ত করতে চেয়ে কলকাতার বিশেষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল এনআইএ। সম্প্রতি সেই আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি ছত্রধর মাহাতোকে জেরা শুরু করে।


**সংশোধনী**

গত ২৯.০৮.২০২০-তে প্রকাশিত এনপিআর ফিনান্সি লিমিটেড -এর বার্ষিক সাধারণ সভা- বিজ্ঞপ্তির শিরোনামে ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্পর্কে তথ্য -এর পরিবর্তে ''৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্পর্কে তথ্য'' পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

**NOTICE**

Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya

**Ref.No. RRSS/CH-2020/F-24/759, Dated- 03.08.2020**

Hiring of small vehicle (AC) Dry & Km basis for the project & official work "Bio-efficacy of new herbicide molecule...direct seeded (DSR) rice.

Last date of submission quatations 07.09.2020

**Datails fallow BCKV website.**

**কেনরা বैंक Canara Bank** A Govt. of India Undertaking — সিন্ডিকেট Syndicate

**দখল বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তির জন্য [সেকশন ১৩(৪)]**

**চৌরঙ্গি শাখা, ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬**

**১. শ্রী রঞ্জন সরকার (ঋণগ্রহীতা),** পিতা ভোলানাথ সরকার
ফ্ল্যাট নং ১, ভূতল, ৩৪, বিহারীলাল ঘোষ রোড,
পোঃঅঃ- আড়িয়াদহ, কলকাতা ৭০০ ০৫৭।
**২. গৌতম কুমার পাল (জামিনদার),** ৫২, পথবাড়ি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬।
**নিম্নস্বাক্ষরকারী, কানাড়া ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ২০০২-এর ৫৪) (এক্ষণে অ্যাক্ট হিসেবে উল্লেখিত) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি তারিখ **২৬.১২.২০১৯** প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী রঞ্জন সরকার,** পিতা ভোলানাথ সরকার-কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক **১৭,৫০,৯৭০.৪০ টাকা** (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ন'শো সত্তর টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের ৬০ দিনের ভিতর ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি রদান করা হচ্ছে যে, এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্নস্বাক্ষরকারী, উক্ত রুলের রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **২৫ অগস্ট, ২০২০** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তাঁরা যেন নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে তা উল্লিখিত টাকার অঙ্ক **১৯,০৮,২৪৩.৪০/- টাকা** এবং তদুপরি সুদ **কানাড়া ব্যাঙ্ক**-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
**সম্পত্তির বিবরণ:** বিহারীলাল ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০০৫৭, প্রেমিসেস নং ৩৪ -তে অবস্থিত ফ্ল্যাট এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রায় ৩ কাঠা ৬ ছটাক ২৯ বর্গফুট পরিমাপিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা অবস্থিত মৌজা-আড়িয়াদহ, কামারহাটি থানা- বেলঘরিয়া অধীন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ১০৩৫ এবং ৭৩৩ দাগ নং ৩৪৯৭ এবং ৩৪৯৮ এর অন্তর্গত, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৫৫৬, ওয়ার্ড নং ৮ কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিতঃ-** দক্ষিণে- বি এল ঘোষ রোড, উত্তরে- অন্য বিক্রেতার জমি, পূর্বে- বিক্রেতার জমি এবং পশ্চিমে- কমলা দাসের বাড়ী দ্বারা।

**তারিখ: ৩০.০৮.২০২০** — **অনুমোদিত আধিকারিক**
**স্থান: কলকাতা** — **কানাড়া ব্যাঙ্ক**

**চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
CIN: L13100WB1978PLC031670
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮৯৮০৮, ২২৪৮৮১৭৩, ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৪৩০০২১,
ওয়েবসাইট: www.chandisteel.com, ইমেল : chandisteelindustries@gmail.com

**বিজ্ঞপ্তি: চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য**
**বিষয় : ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করুন**

সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে সরকার কর্তৃক গো-গ্রিন উদ্যোগের অগ্রগতি এবং কোম্পানির সদস্যদের স্বার্থে, সদস্যদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সদস্যদের এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সক্ষম করার জন্য যাতে তাঁরা বৈদ্যুতিন আকারে বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি , বার্ষিক প্রতিবেদন পান এবং অন্যান্য যোগাযোগগুলি করতে পারেন।
সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে কোভিড- ১৯ মহামারী অব্যাহত থাকার জন্য, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ৫ মে, ২০২০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার ১২ মে, ২০২০ -এর সার্কুলার অনুসারে সংস্থাগুলিকে কেবলমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এর সঙ্গে এজিএমের নোটিশ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে সদস্যগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি সংস্থা/আরটিএফের সংস্থায় বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) তে নিবন্ধিত আছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে , যেসব সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা সরবরাহ করেনি তারা এজিএম এর নোটিশ এবং ২০১৯ -২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পেতে সক্ষম হবেন না। তবে তা একই সময়ে যথাযথভাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি অ্যাক্ট ২০১৩ এর অধীন কোম্পানি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৪২তম সাধারণ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ, সময় এবং ভেন্যু / মোডের বিষয়ে যথাসময়ে আরেকটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।
মাহেশ্বরী ডাটা মেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর, এন, মুখার্জি রোড, ষষ্ঠ তল কলকাতা- ৭০০০০১, কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপি বা সংস্থার কাছে সদস্যদের ই –মেইল ঠিকানা নিবন্ধের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। একই নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়া নীচে উল্লেখ করা হল
(১) শারীরিক আকারে শেয়ারধারী সদস্যগণ তাদের নাম, ফলি নং, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নং, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি সহ); উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, ই মেলে অনুরোধটি পাঠাতে পারেন mdpldc@yahoo.com / chandisteelindustries@gmail.com - তে
(২) ডিমেট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ আমানতকারী অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর কাছে ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে পারেন।
উপরোক্ত বিষয়ের আরও তথ্য/স্পষ্টতার জন্য, সদস্যরা কোম্পানি/কোম্পানির আরটিএকে উল্লিখিত ঠিকানায় লিখতে/ই-মেল করতে পারবেন।

চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
সীমা চৌধুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.০৮.২০২০

AGIO PAPER

**এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
CIN No: L21090WB1984PLC037968
৫০৫, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ ভারত
ফোন: +৯১ ৩৩ ৬৬২৮১ ৬৬৫৪, ই-মেল: ho@agiopaper.com, ওয়েবসাইট: www.agiopaper.com

**ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি**

শিরোনা[illegible] বিষয়ের প্রসঙ্গে, আমরা আপনাকে অবহিত করতে চাই যে আমাদের সংস্থা **মেসার্স এজি[illegible]ান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** এজিএমের নোটিশে নির্ধারিত রেজোলিউশনে ভোট প্রদানের [illegible]য় তাদের শেয়ারহোল্ডারদের এনএসডিএলের মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা সরবরাহ করছে। [illegible] এজিএমের স্থান (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যতীত অন্য কোনও জায়গা থেকে এনএসডিএলের [illegible]মে বৈদ্যুতিন ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারেন। ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agiopaper.com এবং www.evoting.nsdl.com এ উপলব্ধ। কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন এর রেগুলেশনস্ অনুসারে, বিশদগুলি এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে :
ক) এজিএম এর নোটিশ প্রেরণের সমাপ্তির তারিখ: ০৬.০৯.২০২০
খ) রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় : **২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০, শনিবার সকাল ৯.০০টায়**
গ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় : **সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বিকেল ৫.০০টায় (একই দিন)**
ঘ) ই-ভোটিদানের কাট-অফ তারিখ: **২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০, মঙ্গলবার**
ঙ) **২৮ শে সেপ্টেম্বর,২০২০, সোমবার সন্ধ্যা ৫.০০টার** পরে রিমোট ই-ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না ।
চ) যে সকল ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণেরপর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ ডেট ২২ সেপ্টেম্বর২০২০, তারিখে শেয়ার ধরে রেখেছেন, তাঁরা তাঁদের তাদের লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন evoting@nsdl.co.in বা ho@agiopaper.com এ অনুরোধক্রমে। তবে, আপনি যদি ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে আপনি আপনার ভোট দেওয়ার জন্য আপনার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যদি নিজের পাসওয়ার্ড ভুলে গিয়ে থাকেন তবে www.evoting.nsdl.com এ উপলব্ধ ব্যবহারকারীর বিবরণ / পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেনখ বিকল্পটি ব্যবহার করে আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটি পুনরায় সেট করতে পারেন বা নিম্নলিখিত টোল ফ্রি নম্বরে এনএসডিএলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ১৮০০-২২২-৯৯০।
ছ) যে সদস্যরা এজিএম এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছিলেন তারাও এজিএম এ যোগ দিতে পারেন তবে তাদের আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে না।
বৈদ্যুতিন ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা (ইপ্সটা পোল) সভায় উপলব্ধ করা হবে না এবং যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করেননি তারা এজিএম-তে উপস্থিত হতে পারবেন এবং ব্যালট পেপার বা পোলিং পেপার ব্যবহার ভোট দিতে পারবেন । দয়া করে রেকর্ডে গ্রহণ করুন এবং প্রাপ্তির স্বীকৃতি দিন।

এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
মলয় চক্রবর্তী
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯.০৮.২০২০

**রিলায়েন্স জুটমিল (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড**
CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: আইডেল প্লাজা, ১১/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০
টেলিফোন নং: (০৩৩)-২২৮০৭০১৭/৭০১৮, ফ্যাক্স : (০৩৩)-২২৮০-৭০১৬
ই-মেল: financeho@reliancejute.com ওয়েবসাইট: www.reliancejute.com

**৩০.০৬.২০২০ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাং